CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : CC-14T: Indian Political Thought-II
TOPIC: III. Pandita Ramabai: Gender
পণ্ডিতা রমাবাই : লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা:

পন্ডিতা রমাবাই (১৮৫৮-১৯২২) কেবল একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত হিসাবেই স্বীকৃত নন, সম্ভবত আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম নারীবাদীদের একজন যিনি ভারতীয় নারীদের মুক্তির পক্ষে লড়াই করেছিলেন। তাঁর জীবন ও চিন্তাভাবনা তাদের সকলের জন্য শিক্ষাদানকারী যারা ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদা এবং সমতা কামনা করে। পুরুষতন্ত্রের সমালোচনা এবং নাগরিক অধিকার এবং লিঙ্গ ন্যায়বিচারের দাবি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটায়।

১৮৫৮ সালে এক উদার ব্রাহ্মণ পন্ডিত অনন্ত শাস্ত্রীর কন্যা হিসেবে রমাবাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলায় রমাবাই একজন ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রীর জীবনযাপন করেছিলেন এবং তাঁর পিতা-মাতা এবং দুই বড় ভাইবোনের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তার বাবা ব্রাহ্মণ ছেলেদের আবাসিক স্কুল চালানোর জন্য এবং তাঁর স্ত্রীকে সংস্কৃত পড়ানোর জন্য বনাঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটি বিশেষত লক্ষণীয় ছিল যে এই সময়গুলিতে মহিলাদেরকে সাক্ষরতার প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ১৮৭০ এর দশকের মাঝামাঝি তার বাবা-মা এবং বোনের মৃত্যুর পরে, রমাবাই তার ভাইয়ের সাথে কলকাতায় পৌঁছান পর্যন্ত ভারতে ভ্রমণ করেছিলেন। কয়েক জন শিক্ষিত পন্ডিতের আগে তাকে শহরে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। রমাবাইয়ের উল্লেখযোগ্য বৃত্তি এবং বিশেষত সংস্কৃত শাস্ত্রের তার গভীর জ্ঞান দর্শকদের উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিল। তারা কলকাতার টাউন হলে একটি জনসভা ডেকেছিলেন এবং একটি মহিলার জন্য তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চতম উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, 'সরস্বতী', যার অর্থ 'জ্ঞানের দেবী'। কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের সমর্থক কেশবচন্দ্র সেন রামবাইকে বেদ ও উপনিষদ পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটিই ছিল তাঁর জীবনের এক নতুন পর্বের সূচনা, এমন একটি সময়কালে তিনি তাঁর জীবনে বেশ কয়েকটি দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে উদারপন্থী নারীবাদে পরিণত হয়েছিল।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, রমবাই বর্ণ বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে নিম্ন বর্ণের এক ব্যক্তি যিনি কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় সদস্য, বেপিন বিহারী মেধবী কে বিবাহ করেছিলেন। দাম্পত্য জীবনের ১৯ মাস পরে, তার স্বামী একটি ছোট মেয়ে মনোরামাকে রেখে মারা গেলেন। তত্কালীন সমাজ সংস্কারকগণের কাছ থেকে শিক্ষার যাত্রা শুরু করার জন্য রমাবাই তার জন্মভূমি পুনরায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেখানে নেতাদের দ্বারা তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

রমাবাই ১৮৮১ সালে আর্য মহিলা সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি ভারতের প্রথম নারীবাদী সংগঠন হিসাবে অভিহিত হতে পারে। রমাবাই তার প্রথম মারাঠি বই স্ত্রী ধর্ম-নীতি মাধ্যমে এই সময়ের নারীবাদী আলোচনা শুরু করেছিলেন, যা ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এক মহিলা হিসাবে পুনের রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে রমাবাই তার বিধবাদের বাড়ির জন্য ব্রিটিশদের সমর্থন নেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর পরে রমাবাই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন গভর্নর স্যার বার্টাল ফ্রেয়ারের সাথে বৈঠক চেয়েছিলেন এবং সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, মূলত মারাঠি ভাষায় দ্য ক্রয়ে অব ইন্ডিয়ান উইমেন শীর্ষক এই বইটিতে ভারতীয়দের বিশদ রয়েছে বাল্য বিবাহের মাধ্যমে নারীদের নিপীড়ন, বৈবাহিক হয়রানি, স্বামী কর্তৃক নির্বাসন এবং বিধবাত্ব; তিনি আর্য মহিলা সভার পক্ষে ভারতে একটি 'বিধবা গৃহের' জন্য আবেদনও করেছিলেন।

একই সাথে অভিজাত উদারবাদ ও ব্রাহ্মণ্যিক ঐতিহ্যের মোহ হতাশার কারণে তিনি হিন্দু ধর্ম থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিলেন। ইংল্যান্ডে তিনি খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং দ্বৈত পরিচয়ের প্রতীক মেরি রামা হিসাবে তার নাম স্বাক্ষর করতে শুরু করেন, কন্যা মনোরামাকেও খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ডের খুব বেশি সমর্থন না পেয়ে রমাবাই ১৮৮৬ সালে পেনসিলভেনিয়ার মহিলা মেডিকেল কলেজের ডিন ডাঃ রাচেল বোডলির আমন্ত্রণে এবং আনন্দবাই জোশির স্নাতক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণে ইউনাইটেড স্টেটস যান যিনি ডাক্তার হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকারী প্রথম ভারতীয় মহিলা।

রমাবাই ফিলাডেলফিয়া এবং বোস্টনের নারীবাদী এবং অন্যান্য সংস্কারবাদীদের সাথে পরিচিত হন। তিনি শীঘ্রই ভারতে একটি মহিলাদের বাড়ির জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন গির্জা গ্রুপ এবং মহিলাদের কল্যাণমূলক গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। 1887 সালে, তিনি মহিলাদের মুক্তি এবং ক্ষমতায়নের একটি এজেন্ডা সহ ভারতের প্রথম নারীবাদী ম্যানিফেস্টো দ্য হাই কাস্ট হিন্দু উইমেন প্রকাশ করেছিলেন। বইটি রমাবাইয়ের সমস্ত উদ্যোগের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন যে কীভাবে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুমোদনের মাধ্যমে শৈশবকালীন বিবাহিত জীবন এবং বিধবাত্বের মধ্য দিয়ে নারীদের অবাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই বছরগুলিতে, রমাবাই ভারতে ফিরে আসার কয়েক মাস পরে ১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে প্রকাশিত একটি মারাঠি বইতেও কাজ করেছিলেন। এই বইয়ের মাধ্যমে রমাবাই সমাজকে আরও উন্নত করার জন্য সামাজিক আন্দোলন এবং নাগরিক সমাজের গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। পণ্ডিতা রামাবাইয়ের যুক্তরাষ্ট্রে সংঘের ফলে বোস্টনে রমাবাই অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল এটি ভারতে উচ্চ-বর্ণের বিধবাদের জন্য প্রস্তাবিত ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয়ের জন্য দশ বছরের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। 1889 সালের

ফেব্রুয়ারিতে, রমাবাই ভারতে ফিরে আসেন এবং মার্চ মাসে তিনি বোম্বাইয়ের উচ্চ-বর্ণের বিধবাদের শারদা সদনের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ আবাসিক স্কুল চালু করেছিলেন। রামবাই বাইবেলকে মারাঠি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন যাতে মহারাষ্ট্রীয় জনগণ খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা বুঝতে পারে এদিকে, ১৯১৯ সালে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় বিশিষ্ট সেবার জন্য কায়সার-ই-হিন্দ পদক দিয়ে পন্ডিতা রমাবাইকে ভূষিত করে। বিধবাদের জীবনকে সমাজে বোঝা বিবেচনা করা থেকে শুরু করে এমন একটি ক্ষমতায়িত ব্যক্তির কাছে পরিণত করা যা সামাজিকভাবে অর্থনৈতিক অবদান রাখতে পারে তার সামাজিক সুবিধাও স্বীকৃত হয়েছিল ১৯২১ সালে ৪০ বছর বয়সে তাঁর কন্যার মৃত্যুর পরে পন্ডিতা রমাবাই এক বছর এই দুঃখ নিয়ে বেঁচে ছিলেন তার পরে অসুস্থ স্বাস্থ্যের কারণে তার মৃত্যু হয়।

লিঙ্গ বিচার ও নাগরিক অধিকার

রমাবাই তাঁর স্ত্রী ধর্ম নীতি গ্রন্থের মাধ্যমে নারীবাদী বক্তৃতায় প্রবেশ করেছিলেন। এই বইটি নারীদের জন্য নৈতিকতার গাইড হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, নিরক্ষর, অজ্ঞ মহিলাদেরকে স্বনির্ভরতার মাধ্যমে এবং স্ব-শিক্ষার মাধ্যমে আরও বেশি সাংস্কৃতিক ছাঁচে আবদ্ধ করতে বলে। এই বইয়ের মাধ্যমে, রমাবাই ভারতের মহিলাদের পরামর্শ দিয়েছেন কীভাবে পছন্দ অনুসারে বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, ভারতকে মুক্ত করতে এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ অর্জন করতে পারবেন এমন ছেলেদের লালনপালনের মাধ্যমে আদর্শ মাতৃত্ব অর্জন করুন। রমাবাইয়ের নারীবাদী চেতনা এই বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

তাঁর পরবর্তী উদ্যোগ ‘ক্রাই অফ ইন্ডিয়ান উইমেন’ বইটি যা তাঁর নারীবাদী চিন্তাভাবনা এবং লিঙ্গ ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত করে। রামবাইয়ের নারীবাদী চেতনায় প্রভাব ফেলেছিল এমন আরও একটি প্রভাব হ'ল আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে আরও বেশি প্রগতিশীল এবং কম অসামান্য লিঙ্গ সম্পর্কের সংস্পর্শে আসা। মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া সমস্যাগুলির সর্বোত্তম প্রতিকার বলে মনে করা হত। পান্ডিতার আশা ছিল যে মহিলাদের শিক্ষাই ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করবে।

তবে রমাবাই ভারতীয় সমাজের মানসিকতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যা নারীকে শিক্ষিত করার বিষয়ে সংশয়ী ছিল। অপশন হিসাবে উপলভ্য কয়েকটি স্কুল প্রায়শই মিশনারিরা চালাতেন এবং একটি নিয়ম হিসাবে, একটি উচ্চ-বর্ণের হিন্দু মহিলারা এমন বিদ্যালয়ে যাওয়ার চেয়ে মৃত্যু করতেন যেখানে তাদের জাত হারানোর ভয় ছিল। ১৮৮২ সালে শিক্ষা কমিশন গঠনের আগে তার সাক্ষ্যতে রমাবাই মেয়ে ও বিদ্যালয়ের জন্য মহিলা শিক্ষকদের দাবি করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ‘মহিলারা এই দেশের জনগণের অর্ধেক হয়ে অন্য অর্ধেকের দ্বারা নিপীড়িত। তিনি পুরুষ চিকিত্সকের পরামর্শ নিতে পারেন না এমন মহিলাদের বাঁচাতে ডাক্তার হিসাবে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যও বলেছিলেন এবং মহিলা ডাক্তারদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে, রমাবাই নিপীড়িত ভারতীয় মহিলাদের

- বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রী এবং যৌন নিপীড়িত মহিলাদের সমস্যা উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রধান অবদান হ'ল উচ্চ বর্ণের বিধবাকে রক্ষা করার ইচ্ছা। এই ক্ষেত্রে, তিনি এই মহিলাদের নাগরিক অধিকার দাবিতে কংগ্রেস সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৮৮৮ সালে বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বৈঠকে প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি ছিল, যার মধ্যে মাত্র তিন জনই ছিলেন মহিলা মূলত পন্ডিতার প্রভাবের কারণে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং বিদ্যমান অভিযোগ এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। রমাবাই দুটি বিষয়ে মূলত বক্তব্য রেখেছিলেন: একটি বিবাহ সম্পর্কিত এবং অন্যটি বিধবার মাথা কামানো সম্পর্কিত। তিনি আবার বিবাহ করলে বিধবাদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে বিধবাদের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল তাও তিনি নজরে এনেছিলেন। উভয় বিষয় বৃহত সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা পাস হয়েছিল এবং অনুরোধ জানানো হয়েছিল যে সম্মেলনের সদস্যরা মেয়েদের চৌদ্দ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি না দেওয়ার যা সংখ্যাগরিষ্ঠরাও সমর্থন করেছিলেন। সম্মেলনের সময় রমাবাইয়ের কাজ তাকে একটি জনপ্রিয় জাতীয় চরিত্র হিসাবে গড়ে তুলেছিল। এই সময়ের মধ্যে, রমাবাই লিঙ্গভিত্তিক সাম্য অর্জনের দিকে তার প্রচেষ্টা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন।

রমাবাইয়ের জীবন কাহিনী বোঝার জন্য পশ্চিম ভারতের নারীবাদের ইতিহাস বুঝতে হবে। তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভিন্ন বর্ণের একজন ব্যক্তির সাথে তার নিজের পছন্দ অনুসারে তার বিবাহ এবং খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া তাকে সত্যিকার অর্থে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে উদারবাদী নারীবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেছে। রমাবাইয়ের জীবনকে সেই সময়ের প্রচলিত ভারতীয় সমাজকে সামনে রেখে বিশ্লেষণ করা দরকার যা তখনো ‘স্বাধীনতা’, ‘ব্যক্তিবাদ’ এবং ‘ন্যায়বিচার’ এর অর্থ বুঝতে পারেনি। রমাবাই রাজনৈতিকভাবে ব্যক্তি ও বিশেষত নারীদের প্রতি গুরুত্বের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সমসাময়িক সকলের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন। তিনি যে নারীবাদী এবং উদারনৈতিক ধারণাগুলি প্রচার করেছিলেন তা ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।